বিবর্তন

16 June, 2018

বর্ষ ১৯ সংখ্যা ৫ • ১ আষাঢ় ১৪২৫ • ১৬ জুন ২০১৮ ☎ ০৯৮৩০৪৯২৩২৭ • RNI No. WBBN / 2000 / 1671 • ১ টাকা

২৫ শে জুন শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ দেবের পানিহাটির চিঁড়ার মেলায় আবির্ভাব

ড: শেখর শেঠ

আগামী ২৫ শে জুন, ২০১৮ শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে পানিহাটি মহোৎসব তলায় চিঁড়ার মেলা বা দন্ডমহোৎসব অনুষ্ঠান হতে চলেছে। ১৮৮৫ সালের ২৫ শে জুন শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণদেবের এই পানিহাটির দন্ড মহোৎসবে যোগদানের স্মৃতি আজও রোমাঞ্চ জাগায়। তারপরের বছরে ১৮৮৬ সালে শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণদেবের মহাপ্রয়াণ ঘটে।

তার আগের বছর ১৮৮৫ সালে ভক্তদের নিয়ে চিঁড়া উৎসবে যোগদানই তাঁর শেষবারের মত পানিহাটিতে আসা। এর কিছু কাল

আগে থেকেই তাঁর গলায় ব্যথা শুরু হয়। চিকিৎসক ও ভক্তদের আশঙ্কা এই উৎসবে যোগদানে তাঁর শারীরিক কষ্ট বাড়বে। তাই সকলেই অনুরোধ করছেন না যাবার জন্য। কিন্তু নিষেধ সত্ত্বেও ভক্তদের এই অনাস্বাদিত ঐশ্বর্যের সন্ধান দেবার জন্যই কি এই আগ্রহ? এবং ঐ দিন উৎসবে তাঁর অতুলনীয় মহিমা প্রকাশ এক বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। পানিহাটির গৌর-নিতাই ও রাঘবের চিঁড়ার মেলায় তাঁর যেন এক আত্মিক যোগ ঘটে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সেই আনন্দের অংশীদার হতে আহ্বান জানানো হচ্ছে। ১৮৮৫ র ১৩ জুন শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ দেব ২৫ শে জুনের চিঁড়া উৎসবে সবাইকে নিয়ে যাওয়ার জন্য দ্বিজ ও মাস্টারকে আকুতি জানান।

আজ থেকে ১৩৩ বছর আগে শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ দেব দক্ষিণেশ্বর থেকে গঙ্গা বক্ষে নৌকা যোগে যাত্রা করলেন পানিহাটি গ্রামে। ভক্ত রামচন্দ্র দত্তের নেতৃত্বে সাথীসহ ২৫ জন ভক্ত ছিলেন

এরপর দ্বিতীয় পাতায়

প্রথম পাতার পর

সে দলে। ঠাকুরের পরনে গৈরিক গরদ। দক্ষিণেশ্বর থেকে পানিহাটি মহোৎসবতলা ৫ মাইল উত্তরে। দক্ষিণেশ্বরের মতোই এর অবস্থান গঙ্গার পূর্ব তীরে।

স্বামী প্রভানন্দের বর্ণনায়—"নৌকাগুলি পেনেটি মহোৎসবতলায় পৌঁছায় বেলা বারোটা নাগাদ। নদীর ধারে আশেপাশে সবুজের সারি। আম জাম নিম কদম্ব ছড়িয়ে রয়েছে। আকাশে মেঘ। কখনো ঝিরি ঝিরি বৃষ্টি হচ্ছে। পথে কাদা। পুরানো বটগাছতলায় প্রচুর লোকসমাগম হয়েছিল। এখানে সেখানে ভক্তগণ সঙ্কীর্তন করছেন। কিন্তু এ সকলের মধ্যেও একটা অপূর্ণতার ভাব পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল।"

শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণের এই দন্ড মহোৎসবতলায় আসার উদ্দেশ্য ছিল "ইয়ং বেঙ্গল" কে এই চিঁড়া উৎসবের মহিমা ও রসাস্বাদন করানো। শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গে ঐ দিনের সঙ্গী স্বামী সারদানন্দ লিখেছেন-"ঠাকুর ইতিপূর্বে পানিহাটির মহোৎসবে অনেকবার যোগদান করিয়াছিলেন বলিয়া আমরা অন্যত্র উল্লেখ করিয়াছি।"

কিন্তু তাঁহার ইংরাজি শিক্ষিত ভক্তগণের আগমনের কাল হইতে নানা কারণে তিনি কয়েক বৎসর উহা করিতে পারেন নাই। নিজ ভক্তগণের সহিত ঐ উৎসব দর্শনে যাইতে তিনি এই বৎসর অভিলাষ প্রকাশ-পূর্বক আমাদিগকে বলিলেন,"সেখানে ঐ দিন আনন্দের মেলা, হরিনামের হাট বাজার বসে-তোরা সব 'ইয়ং বেঙ্গল', কখনো ঐরূপ দেখিস্ নাই, চল্ দেখিয়া আসিবি।" (শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ)।

পানিহাটির চিঁড়া মেলায় শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণের অংশ গ্রহণের আগ্রহের প্রকাশ পাওয়া যাচ্ছে ১৩ ই জুন ১৮৮৫ শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃতের সপ্তদশ খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে-এর উল্লেখ আছে।

১৮৮৫ সালের ২৫ শে জুন। শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ঘাটে নেমে ভক্তদের নিয়ে সোজা গিয়ে ওঠেন মণি সেনের বাড়িতে। বাড়ির লোকজন তাঁকে অভ্যর্থনা করে বৈঠকখানায় নিয়ে গিয়ে বসান। ইংরেজী কায়দায় সাজানো বৈঠকখানা। দশ-পনেরো মিনিট বিশ্রাম করে ঠাকুর তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে রাধাকৃষ্ণ দর্শন করবার জন্য এগিয়ে যান। বৈঠকখানার পাশেই ঠাকুরবাড়ি। মনোহর যুগলমূর্তি দর্শন করে শ্রীরামকৃষ্ণ অর্ধবাহ্যদশায় প্রণাম করেন। মন্দিরের সামনে চকমিলান প্রশস্ত উঠান। ঠাকুরের শরীর অসুস্থ থাকায়, সকলে তাঁকে নৃত্য-উল্লাসে বাধা দিচ্ছিলেন। কিন্তু তারই মধ্যে ঠাকুর সকলের চোখকে ফাঁকি দিয়ে কীর্তনদলের মধ্যে সহসা বিলীন হয়ে যান। এরও উল্লেখ পাওয়া যায় 'শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গে'।

মণি সেনের বাড়ি থেকে ভক্তগণ তাঁকে নিয়ে রাঘবের পাটের দিকে অগ্রসর হন। কীর্তনদল মহা উৎসাহে নাম গান করতে করতে শ্রী রামকৃষ্ণকে অনুসরণ করে। তারা গাইতে থাকে-"সুরধুনী তীরে হরি বলে কে রে, বুঝি প্রেমদাতা নিতাই এসেছে।" তাদের উপস্থিত সকলের মনে হয়, প্রেমদাতা নিতাই স্বয়ং প্রেম বিতরণ করছেন। কয়েক পা এগিয়ে শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ গভীর ভাবস্থ হয়ে পড়েন।

শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ পেনেটির মহোৎসবে সর্বপ্রথম যোগদান করেছিলেন ১১ই আষাঢ় বৃহস্পতিবার, ১২৬৫, (ইংরাজী) ২৪ শে জুন ১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দে। সম্ভবত নৌকায় চড়ে দক্ষিণেশ্বর থেকে পেনেটি গিয়েছিলেন। এই যাত্রায় তাঁর সঙ্গে ছিলেন ভাগ্নে হৃদয়।

শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ ১৮৫৮ থেকে ১৮৮৫ দীর্ঘ ২৮ বছরের প্রায় প্রতি বছর শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ দেবের সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে আরও অনেক মহাপুরুষ এই পানিহাটি-তে এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন-নাট্যাচার্য্য গিরীশ ঘোষ, পরবর্তীকালে পৃথিবী বিখ্যাত স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃতকার শ্রীম (শ্রী মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত), স্বামী অভেদানন্দ, স্বামী সারদানন্দ, স্বামী অদ্ভুতানন্দ প্রমুখ।

পাঁচশো বছরেরও অধিককাল আগে পানিহাটির ঘাটে মহাপ্রভু শ্রী চৈতন্যদেব এবং শ্রী নিত্যানন্দ মহাপ্রভু নৌকা থেকে অবতরণ করেছিলেন। সেই অক্ষয় বটবৃক্ষ (যার তলায় শ্রী চৈতন্যদেব এবং শ্রী নিত্যানন্দ মহাপ্রভু কীর্তন করেছিলেন) এবং মহাপ্রভুর স্মৃতি বিজড়িত বেদী আজও বর্তমান।

পানিহাটির এই মহোৎসব উপলক্ষে দেশ-বিদেশ থেকে বহু বৈষ্ণব ও ভক্তের সমাগম হয়ে থাকে। ঐ দিন উৎসব উপলক্ষে যথারীতি পূজা ও নাম যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয় এবং পূজায় নিবেদিত দধি, চিঁড়া, মুড়কি সহযোগে মালসাভোগ সাধারণের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

মহোৎসবের দিন মহোৎসবতলা ও রাঘব-মন্দির প্রাঙ্গণে একটি মেলা বসে। মহাপ্রভু শ্রী চৈতন্য চার স্থানে সর্ব্বদাই বিরাজমান সেই চারের এক ঠাঁই রাঘব ভবন।

উৎসবের দিন এই মহোৎসবতলা ঘাট যেন সমস্ত ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে অগণিত ভক্ত সমাগমে মুখর হয়ে ওঠে।

পানিহাটির এই মহোৎসব শুধু বাংলারই নয়, সমগ্র ভারত তথা বিশ্বের ঐতিহ্য ও গর্ব।

এই গঙ্গাতীরের অনতিদূরেই পানিহাটি বা পেনেটি গ্রামে বাস করতেন রাঘব। সব থেকে বড় উৎসব হল দণ্ড মহোৎসব।

পরবর্তীকালে ইস্কন প্রতিষ্ঠাতা শ্রীল প্রভুপাদও এসেছিলেন এই স্থানে। এখন পানিহাটির ইস্কন ছাড়াও সারা পৃথিবীতে ইস্কনের বিভিন্ন কেন্দ্রে আজ ধুমধামের সঙ্গে পালিত হয় "চিঁড়া উৎসব"।

অবশ্য অনেক মানুষ অংশ নেয় শুধুই মেলার আকর্ষণে। আজও দূর দুরান্ত থেকে ধনী দরিদ্র নারী পুরুষ-জাতি ধর্ম নির্বিশেষে অগণিত মানুষ এই মেলায় আসে।

গত ৫০০ বছর ধরে, শ্রীশ্রী চৈতন্য নিত্যানন্দ মহাপ্রভু, রাঘব পণ্ডিত ও শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণদেব এর লীলাময় চিঁড়া মহোৎসব সমহিমায় আজও অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে।

এই মেলায় পানিহাটি পৌরসভা এবং স্থানীয় অধিবাসীদের অবদানও কম নয়।

পৌরসভার পৌরপ্রধান স্বপন ঘোষ, বিধায়ক ও বিধান সভার মুখ্য সচেতক নির্মল ঘোষ এবং প্রতিটি ওয়ার্ডের কাউন্সিলারগণ অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে ঐতিহ্য পূর্ণ এই মেলা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য সব রকম ব্যবস্থা নিয়ে থাকেন। লক্ষ লক্ষ দর্শনার্থী আপ্লুত।